দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 13 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

জাতীয় শিক্ষানীতির খসড়া চূড়ান্ত

❑ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলকা ❑ উচ্চ মাধ্যমিক ও এম ফিল থাকছে না ❑ ডিগ্রি কোর্স ৩ বছরের

রাশেদ আহমেদ ॥ নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। আগামী ৩১শে জুলাইয়ের মধ্যে নতুন এই শিক্ষানীতির খসড়া চূড়ান্ত করা হবে। তবে প্রাথমিকভাবে কিছু বিষয় চূড়ান্ত হয়েছে। এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে বাছাই চলছে কিছু খুটিনাটি বিষয়ে।

জানা গেছে, নয়া শিক্ষানীতিতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর, ৩ বছরের ডিগ্রি (পাস) কোর্স, ৪ বছরের অনার্স কোর্স এবং এম ফিল তুলে দিয়ে শুধু পিএইচডি ডিগ্রি প্রদানের সুপারিশ করা হচ্ছে। নয়া শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে– ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক ও নারী–পুরুষের বৈষম্য বিলোপের চেতনাকে উর্ধ্বে তুলে ধরা। কারিগরি শিক্ষাকে দেয়া হয়েছে সর্বাধিক গুরুত্ব। ৩১শে জুলাইয়ের মধ্যে নয়া শিক্ষানীতির একটি খসড়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে হস্তান্তর করবে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি। পরে এই নীতি নিয়ে জাতীয় সংসদে আলোচনা হবার পর তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে শিক্ষা মন্ত্রলালয়ের সূত্র জানিয়েছে।

শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সূত্র জানিয়েছে, শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য গঠিত ১৮টি উপ–কমিটির ১৫টিই তাদের রিপোর্ট জমা দিয়েছে। বাকি ৩টি কমিটি শিক্ষানীতি ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৭

উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা উপ–কমিটি রিপোর্টে প্রস্তাব করেছে ঃ যে সব কলেজে শিক্ষার মান উন্নত সে সব কলেজে ৪ বছরের অনার্স কোর্স ও ১ বছরের মাস্টার্স কোর্স এবং ৩ বছরের ডিগ্রি পাস কোর্সের ক্ষেত্রে ২ বছরের মাস্টার্স কোর্স পড়ানোর ব্যবস্থা করতে। যেসব কলেজে ৪ বছরের অনার্স কোর্স এবং ১ ও ২ বছরের মাস্টার্স কোর্স থাকবে সেসব কলেজকে বিশ্ব–বিদ্যালয় কলেজ বলা হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষাশেষে একজন শিক্ষার্থী ৩ বছরের ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি হবে। এই কোর্স সফলভাবে শেষ করতে পারলে তাকে স্নাতক (পাস) ডিগ্রি প্রদান করা হবে। রিপোর্টে উচ্চ শিক্ষায় এম ফিল তুলে দিয়ে শুধুমাত্র পিএইচডি ডিগ্রি দেয়ার ব্যবস্থা রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়, উচ্চ শিক্ষা হবে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য। গবেষণা ও শিক্ষকতার কাজে আগ্রহীরা উচ্চ শিক্ষার

শিক্ষানীতি ঃ চূড়ান্ত পর্বে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দু'একদিনের মধ্যে রিপোর্ট দেবে। এই কমিটি তিনটি হচ্ছে ঃ ব্যবসা শিক্ষা, শিক্ষা প্রশাসন ও অধ্যয়ন এবং নারী শিক্ষা বিষয়ক কমিটি।

সূত্র জানায়, নয়া জাতীয় শিক্ষানীতিতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা পঞ্চম শ্রেণী থেকে বাড়িয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে। স্কুল, মাদ্রাসা, কিন্ডার গার্টেন ও ইংরেজি মাধ্যমে অভিন্ন পাঠ্যক্রম চালুর কথা বলা হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিকে স্কুলের সাথে সংযুক্ত করে নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত চার বছরের শিক্ষাকালকে মাধ্যমিক পর্যায়ে রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমানে মাধ্যমিক স্তর রয়েছে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত। এসএসসি পাস করার পর একজন শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তি হয়।

নয়া পদ্ধতিতে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে ৪টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা ও ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা। এর যেকোন একটিতে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া করতে পারবে। সূত্র আরো জানায়, জাতীয় শিক্ষানীতিতে দেশে উচ্চ শিক্ষা স্তরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ৪ বছরের অনার্স ও ১ বছরের মাস্টার্স কোর্স চালুর প্রস্তাব করা হয়েছে। কলেজগুলোতে ৩ বছরের ডিগ্রি পাস কোর্স চালুর প্রস্তাব করা হয়েছে। উচ্চ শিক্ষায় ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

সুযোগ পাবে। তৃতীয় শ্রেণীতে পাস করা কোন ছাত্রছাত্রী শিক্ষকতা পেশায় আসতে পারবে না। উচ্চ শিক্ষা হবে ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন। এই শিক্ষা সম্পূর্ণ সমাজমুখী, উদারনৈতিক, মানবমুখী ও প্রগতিশীল হবে। উচ্চ শিক্ষানীতিতে আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার জন্য শিক্ষা খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। প্রস্তাব করা হয়েছে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাব্যয় নির্বাহ করার জন্য ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করার। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির একাধিক সূত্র জানায়, শিক্ষানীতির মৌলিক বিষয়গুলোতে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। এখন চলছে ফাইল ওয়ার্ক।

কুদরত–ই–খুদা শিক্ষানীতির আলোকে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি তৈরি করতে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৮টি উপ–কমিটি গঠন করেছিল। এছাড়া দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সাথেও আলাপ–আলোচনা করে তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বরে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য বর্তমান সরকার সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক শামসুল হককে চেয়ারম্যান করে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করে। পরে এই কমিটির কাজের সুবিধার্থে ১৮টি উপ–কমিটি গঠন করে দেয়াহয়।